MAY 30 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র সমাজের সক্রিয় রাজনীতি করার প্রয়োজন মনে করি না

..... বিচারপতি লতিফুর রহমান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ জাতীয় সংসদের স্পীকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেছেন, যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

গতকাল বিকেলে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'যুব শক্তির অবক্ষয় ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পীকার এ কথাগুলো বলেন।

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সমাজের সক্রিয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) এ সেমিনারের আয়োজন করে। ইউডা'র ভিসি প্রফেসর ডঃ এমাজউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ও ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউডা'র বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর রহমত উল্লাহ্। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএ ইউসুফ ও ইউডা'র চেয়ারম্যান মুজিব খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পীকার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, শুধু যুব শক্তির অবক্ষয় নয়, সমস্ত পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আমাদের মতো জনসংখ্যা উন্নত দেশগুলোতে থাকলে তাদের কত অবক্ষয় তা দেখা যেত।

স্পীকার বলেন, বাংলাদেশের মতো এতো অল্প আয়তনের দেশে এতো বিশাল যুবশক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমরা যদি এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে পারতাম তাহলে সেটাই হতো প্রকৃত মানবতা।

বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন, আমাদের সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অতি পবিত্র স্থান বলে মনে করা হতো। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দেখে আজ আমরা সকলেই বিচলিত। তিনি বলেন, সন্ত্রাস যে কেবল শিক্ষাঙ্গনে তা নয়, সন্ত্রাস আজ পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়। ছাত্রজীবনে বন্ধুত্বের যে বন্ধন সেটা শিথিল হয়ে গেছে। বন্ধু বন্ধুকে খুন করছে, হিংস্রতা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কারণে যুব সমাজ চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনীতি বাসা বেঁধেছে। আজ স্বাধীন দেশে ছাত্র সমাজকে সক্রিয় রাজনীতি করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, একটা জাতির শক্তি হলো যুব সমাজ। এই যুব শক্তির ক্ষতি করার মানে হলো জাতির সর্বনাশ করা। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় নেতৃত্বে যে সংকট দেখা দিয়েছে তাতে যুব শক্তিরই বেশী ক্ষতি হয়েছে। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব যুব সমাজের জন্য আলোর পথ দেখাতে পারেনি। আজকে নীতিহীন ও সুবিধাবাদী চক্র হতে জাতীয় নেতৃত্বকে রক্ষা করতে হবে। বর্তমান যুগে রাজনীতির অর্থ জাতি গঠন করা, মানুষ তৈরী করা। রাজনীতির অর্থ এই নয় যে, শুধু দল করা এবং ক্ষমতা ভোগ করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতীয় নেতৃত্বকে জবাবদিহিতা করার বিষয়ে সকলকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষার সংকট রাজনীতিবিদরাই সৃষ্টি করেছেন। তারাই ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের সন্ত্রাসী করেছেন। যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে জাতীয় নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্মসংস্থানসহ তরুণদের সার্বিক মঙ্গলের দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, যুবকদের সঠিক পথে পরিচালিত করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও যুব মন্ত্রণালয়কেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের বিস্ময়কর উন্নতি সাধন ঘটেছে। বিশাল যুব সমাজকে বিপুল জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।